ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সেলিব্রেটিদের লাইফস্টাইলে গহনা

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো। অতীত থেকেই বাংলাদেশের কারিগররা উন্নতমানের স্বর্ণালংকার তৈরি করে আসছেন। হাজার বছর আগে যখন আরবীয় বণিকরা ব্যবসায়িক উদ্দেশে এই দেশে আসতেন তখন ফিরে যাওয়ার সময় তারা মসলিন কাপড় ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যেতেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতের কাজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়াচ্ছে।

বাজুস

গহনার ইতিহাস

৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টপূর্ব

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার ভিত্তিতে বলা যায় যে গুপ্ত শাসনামলে (আনুমানিক ৩২০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টপূর্ব) এখানে স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন ছিল। সেসময় নারী-পুরুষরা শরীরের উপরের অংশে কোনো পোশাক পড়তেন না।

১২০৬ সাল

১২০৬ সালে বাংলায় সুলতানি আমল শুরু হয়। মুসলমান শাসকদের হাত ধরে বাংলায় মুসলিম ঘরানার অলঙ্কারের চল হয়। তৎকালীন সাহিত্যে এখানে সোনা ও রুপার অলঙ্কারের ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়।

১৪১৪ সাল

১৪১৪ সালে (সে সময় বাংলার শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ) সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন চীনা পর্যটক মা হুয়েন। তিনি বাংলার কারুশিল্পীদের তৈরি বেশ কিছু অলঙ্কারের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন– কর্ণকুণ্ডল, কেয়ূর, শঙ্খবলয়, মেখলা।

১৬১৪ সাল

১৬১৪ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন পর্তুগিজ পর্যটক দুয়ার্তে বারাবোসা। তিনি বাংলায় সোনা, রুপার ব্যবসার কথা বলেছিলেন। মালাক্কার তুলনায় বাংলায় সোনার দাম ছয় ভাগের এক ভাগ বেশি হওয়ায় এবং বাংলা থেকে মালাক্কায় রুপা নিয়ে গেলে তার দাম চার ভাগের এক ভাগ বেশি হওয়ায় এখানকার ব্যবসায়ীরা সোনা-রুপার ব্যবসায় বেশি আগ্রহী হতেন।

বাজুস

গহনার ইতিহাস

১৬৬৭ সাল

১৬৬৭ সালে ইটালির পর্যটক এসেছিলেন চট্টগ্রাম বন্দরে। তিনি জানিয়েছেন চট্টগ্রাম হচ্ছে সমস্ত বাংলাদেশের (সম্ভবত পূর্ব বাংলার কথা বলা হয়েছে) রুপার প্রধান কেন্দ্র। এই বন্দর মূলত বাংলায় রুপার আমদানির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৬৬৩ সাল

১৬৬৩ সালে ঢাকা এসেছিলেন ফ্রান্সের হীরা ব্যবসায়ী জঁ বাঁতিস্তা তাভের্নিয়ার। তার কাছ থেকে বেশ দাম দিয়ে হীরে-জহরত সংগ্রহ করেন সেসময়কার ঢাকার সুবাদার শায়েস্তা খান।

১৯০০ সাল

উনিশ শতকের শেষ দিকেও পুরুষদের অল্প করে হলেও অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন– বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অলঙ্কার পরতে দেখা যায়। তবে নারীরা ইংরেজি ছাপ থেকে ছিলেন মুক্ত। বলা যায় এটা কোনোরকমে টিকে ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগ পর্যন্ত।

২০০০ সাল থেকে বর্তমান

ধীরে ধীরে অলঙ্কারে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। অলঙ্কার বলতে এখন শুধু স্বর্ণ আর দামি রত্ন দিয়ে তৈরি কোনো গহনা বুঝায় না। বাঙালি নারীরা এখন ইমিটিশনের অলঙ্কার থেকে শুরু করে প্লাস্টিক, মাটির অলঙ্কারও ব্যবহার করে থাকেন। ভারি ভারি অলঙ্কার পরাটায় এখন কোনো ‘স্মার্টনেস’ খুঁজে পান না আধুনিকারা।

গহনার নিয়ে উক্তি

উক্তি

সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ও সাজে গহনার প্রাধান্য হাজার বছর আগে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমন আছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুধু পরিবর্তন এসেছে এর রং, নকশা, ও উপাদানের।
(সংগৃহীত)

উক্তি

গহনা ছাড়া নারীর সাজ সম্পূর্ণ হয় না। গহনা এবং নারী যেন একে অপরের পরিপূরক।
(সংগৃহীত)

উক্তি

গহনা এর প্রতি মানুষের চাহিদা এবং আকর্ষণ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই রয়েছে, বিশেষ করে নারীরা গহনা পরিধান করা খুবই পছন্দ করেন।
(সংগৃহীত)

সেলিব্রেটিদের লাইফস্টাইলে গহনা

সেলিব্রেটিদের গহনা ভাবনা

নারী হিসেবে অলংকার ছাড়া ভাবাই যায় না। স্যাড মুড, গুড মুড, হ্যাপি মুড, কোনো অ্যানিভারসারি, বার্থডে প্রোগ্রাম, ছোট হোক বড় হোক অলংকারকে আসলে সেপারেট করা যাবে না। সেটা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সবার জন্য একই রকম। সো ইটস ইমপরট্যান্ট আমাদের মুডের সঙ্গে আমাদের পারসোনালিটিকে ক্যারি করা। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে অলংকার ছাড়া আমি ভাবতেই পারি না।

সেলিব্রেটিদের গহনা ভাবনা

আমার কাছে মনে হয় গহনার পেছনের প্রতিটি জিনিসই ইতিহাস । যেমন সন্তান জন্ম নেওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীকে গহনা উপহার দেয়। সন্তান পরীক্ষায় পাস করার পর গহনা উপহার দেওয়া হয়। গহনা আসলে ঐতিহ্য বহন করে, গহনা মানুষকে কথা বলিয়ে দেয়। কোন প্রজন্ম থেকে কোন প্রজন্ম এগিয়ে যাচ্ছে। গহনা নিয়ে প্রত্যেক মানুষের যতটুকু ভাবনা, বিশেষ করে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভাবনাটা অনেক বেশি।

কালের বিবর্তনে গহনার রূপবদল

অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত গহনার ধরনে এসেছে নানা পরিবর্তন। পাথর, মুক্তা ও হীরা দিয়ে তৈরি গহনা যুগের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে। পুরনো গহনা যেমন নতুনভাবে সেজেছে তেমনি নতুন গহনা তৈরির উপাদানও যুক্ত হয়েছে।

ফ্যাশনে গয়না

আনুমানিক তিন হাজার বছর আগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার সময়ে সোনা ও রুপা দিয়ে গয়না তৈরি শুরু হয়। সেই সময়ের ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন মন্দিরে যেসব মূর্তি ও ভাস্কর্য দেখা যায়, তাতে বিভিন্ন ধরনের অলংকার সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। বিশেষ করে কোনার্ক মন্দির (ভারতের ওড়িশা), বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে, তমলুকের মন্দিরে (মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) যেসব দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়, তাতে বিভিন্ন ধরনের অলংকারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই সব অলংকারের মধ্যে মাথার টিকলি, গলার সাতনরি হার, কোমরের চন্দ্রহার, হাতের বাজুবন্ধ, চুড়ি, বালা, রতনচূড়, বিভিন্ন নকশার আংটি, পায়ের খাড়ু, চরণচক্র, কানবালা, কেউর (বাজুবন্ধ), বিছাহার, সীতাহার, কান ঝুমকা (কানঢাকা ঝুমকা), অলংকৃত চিরুনি, অলংকৃত চুলের কাঁটা, মাদুলি, মুকুট বেশি দেখা যায়।

মোগল নারীর অলংকার

মাথার অলংকার

মোগল আমলে নারীদের মাথায় এক ধরনের অলংকার প্রায়ই দেখা যেত, যার নাম ‘শীষফুল’। অলংকারটি ছিল গাঁদা ফুলের মতো ও ভেতরটা ফাঁপা। ‘মঙ্গ’ এবং ‘কোট বিলদার’ নামক আরো দুটি গহনা মাথার মাঝখানে সিঁথিতে পরত। যাকে আমাদের দেশে টিকলি বলে।

কানের অলংকার

কানের গহনার মধ্যে অন্যতম হলো কানের দুল, কানফুল ও কুন্তিলা। রাজকীয় মহিলারা বড় বড় কানের দুল পরত, যা গলা পর্যন্ত লম্বা। কানের উপরের অংশে বাউলি ও নিচের প্রান্তে কুন্তিলা পরত। লাল গোলাপের চেয়ে ছোট এক ধরনের নাকফুল পরত, যার নাম চম্পাকলি। আরেকটি অতি মূল্যবান গহনা হল ভানোয়ার, যেটা দেখতে ময়ূর আকৃতির।

নাকের অলংকার

উপমহাদেশে নারীর অলংকারে মুসলমানরাই প্রথম নথ ও নাকফুলের প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ভারতে কোন নাকের গহনা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মোঘল রাজকীয় নারীরা প্রথম নাকে লং পরত, যা লবঙ্গের আকৃতির মুক্তো বা স্বর্ণের নাকফুল। এছাড়া, বেসার, ফুলি, নথ ব্যবহার করত। বেসার হল- উপরের পাশে মুক্তা আর নিচে সোনার পাতের কীলক । নথ হল- একটি গোল রিংয়ের সাথে দুটি মুক্তাযুক্ত অলংকার।

গলার হার

জেনানা মহলের নারীরা সাধারণত রত্ন, মুক্তা খচিত সোনা-রুপার গলার বড় বড় অলংকার পরিধান করত। গুলুবন্দ নামক গলার হারে ৬ থেকে ৭ টি গোলাপ ফুলের নকশা করা সোনার লকেট থাকতো। কোন কোন গলার হার তিন থেকে পাঁচ সারির লম্বা হত, যেখানে হীরা, পান্না, নীলকান্তমণি ইত্যাদি যুক্ত করা হত। এছাড়া, হার, হাম্ম সহ বহু মূল্যবান অলংকার ছিল।

মোগল নারীর অলংকার

হাতের অলংকার

হাতের অলংকারের মধ্যে রয়েছে- বাজু, গজরা, জাওয়ে, চুড়ি এবং আংটি। চুড়ি হল বাজুর চেয়ে চিকন। অলংকার ছাড়া হাতকে অশুভ মনে করা হত। তাঁরা আঙ্গুলে বিভিন্ন ডিজাইনের আংটি পরত। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে গোলাকার আয়নার চারপাশে হীরা জহরৎ খচিত আরসী বা আয়না নামক আংটির প্রচলন করেন মোঘল সম্রাজ্ঞী।

পায়ের অলংকার

আমরা মোঘল মহিলাদের পায়ের অলংকারের মধ্যে তিন ধরনের সোনার আংটির কথা পাই। গুলফ নামক গহনাটি স্বর্ণের তৈরী পায়েল বা নূপুরের মত। দ্বিতীয়টি হল ঘুঙুর। আনোয়াট নামে আরেকটি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির অলংকার ছিল।

কোমরের বিছা

তাঁরা কোমরে স্বর্ণের তৈরী ঘন্টা আকৃতির বিছা ব্যবহার করত। আবুল ফজল কটি মেখলা নামক একটি কোমর বন্ধনীর কথা বলেছেন।

মোগল অলংকার

অলংকারগুলো ছিল মূল্যবান রত্ন ও স্বর্ণখচিত। এসব গহনার কারিগরেরাও ছিলেন অসাধারণ দক্ষ ও দামী। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায়, সম্রাজ্ঞী ও রাজকীয় নারীদের স্বর্ণালংকার ছিল যেমন মূল্যবান তেমনি কারিগরদের মজুরিও ছিল অনেক। যেমন- এক তোলা সোনার কাজের মজুরি ছিল দশতোলা সোনা। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কিছু অলংকারের নতুন নকশাও তৈরী করেছিলেন।

সারা বিশ্বে অলংকার ফ্যাশনে পুরুষের উপস্থিতি উজ্জ্বল

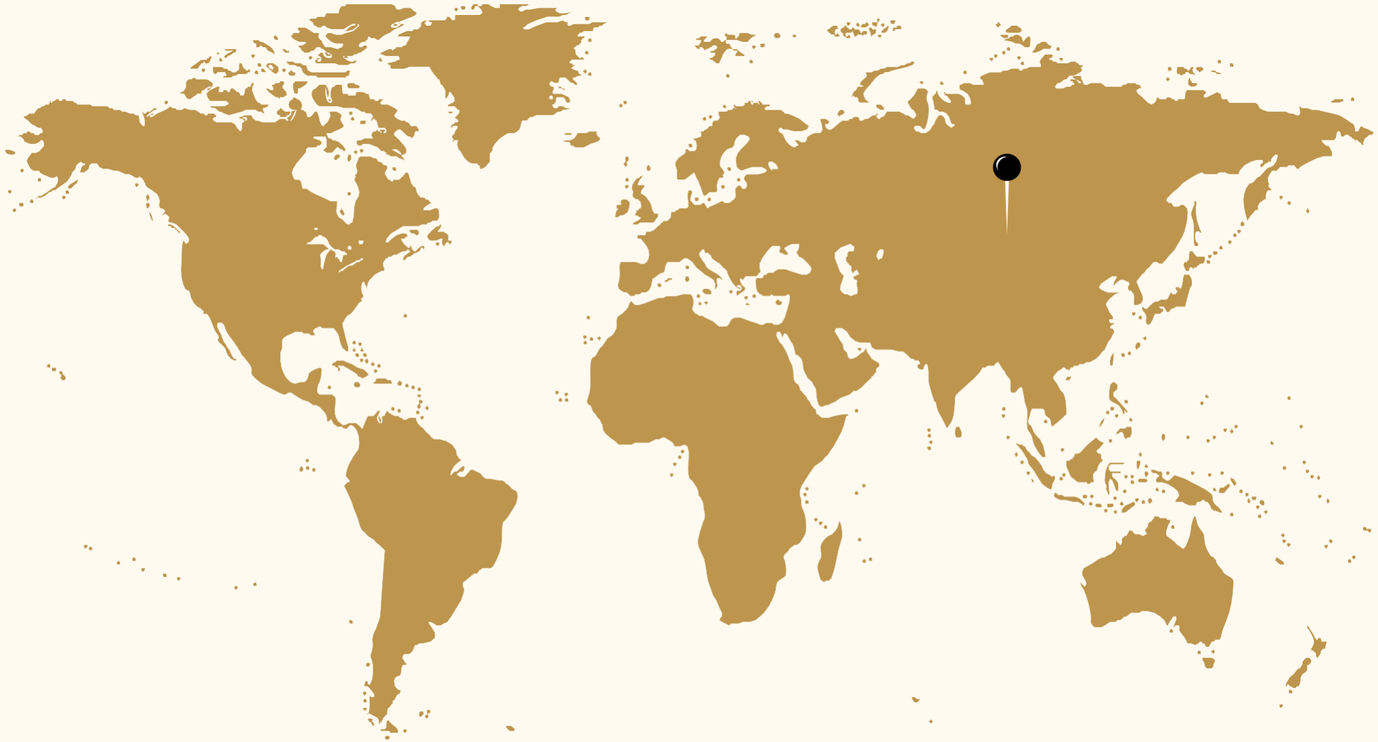

হাতে ব্রেসলেট আর আঙুলে আংটি, পুরুষের গয়না কি এখানেই সীমাবদ্ধ? ইতিহাস সেটা বলে না; বরং গয়নার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে যে কেউ অবাক হবেন–নারীদের চেয়ে সেখানে পুরুষের উপস্থিতি উজ্জ্বল। যুগে যুগে হিরে, নানা ধরনের পাথর, সোনা-রুপার ভারী ভারী গয়না পরেছেন পুরুষেরা। ভারত উপমহাদেশেও পুরুষদের গয়না পরার চল আজকের নয়।

সেলিব্রেটিদের লাইফস্টাইলে গহনা

প্রিন্সেস ডায়ানা

ফ্যাশনে গয়না

সুন্দর ছন্দময় ছোট্ট শব্দ গয়না। তবে তার ইতিকথা বিশাল। সেই কবে কখন কোন সময়টিতে নারী গয়নাকে সাজসজ্জার ভূষণ হিসেবে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিল, তা সঠিকভাবে সময় নির্ধারণ খুবই দুঃসাধ্য। তারপরও ধারণা করা যায়, সভ্যতার শুরু থেকে বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারী গয়নাকে সাজের অঙ্গ এবং পুরুষেরা নিজের প্রয়োজনীয়তা সামনে রেখে নিজের অলংকরণ করতে গয়নাকে বেছে নিয়েছে।

সেলিব্রেটিদের লাইফস্টাইলে গহনা

বাজুস

গহনায় বৈচিত্র্য

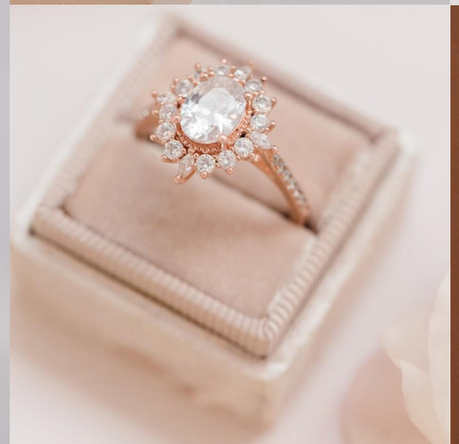

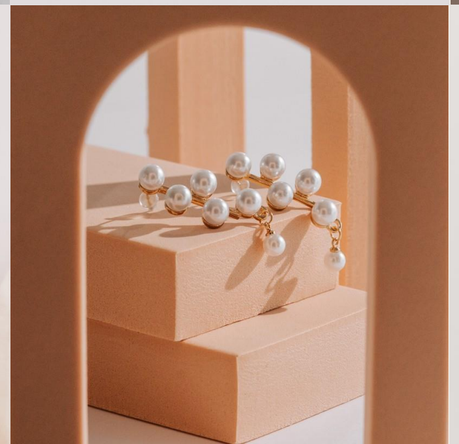

ধন্যবাদ